



ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন



সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭

৬৬.৫% খানা দুর্নীতির শিকার



সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা



৮৯% খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ
'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না'



খানা প্রতি গড় ঘুষ **৳৫,৯৩০**



১০৬৮৮.৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত মোট ঘুষ
জাতীয় বাজেটের **৩.৪%** (২০১৬-১৭)



ভূমিকা

সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ টিআইবি'র একটি অন্যতম প্রধান গবেষণা কার্যক্রম। ১৯৯৭ সাল থেকে টিআইবি এ জরিপ ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করছে। টিআইবি'র এ জরিপ সেবা খাতে সংগঠিত দুর্নীতি বিষয়ক। এই জরিপ সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা জানা ও তদনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা এই জরিপের মূল উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

- * খানাগুলো সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করা;
- * খানাগুলো বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা;
- * খানাসমূহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা;
- * দুর্নীতি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা

দুর্নীতির আওতা

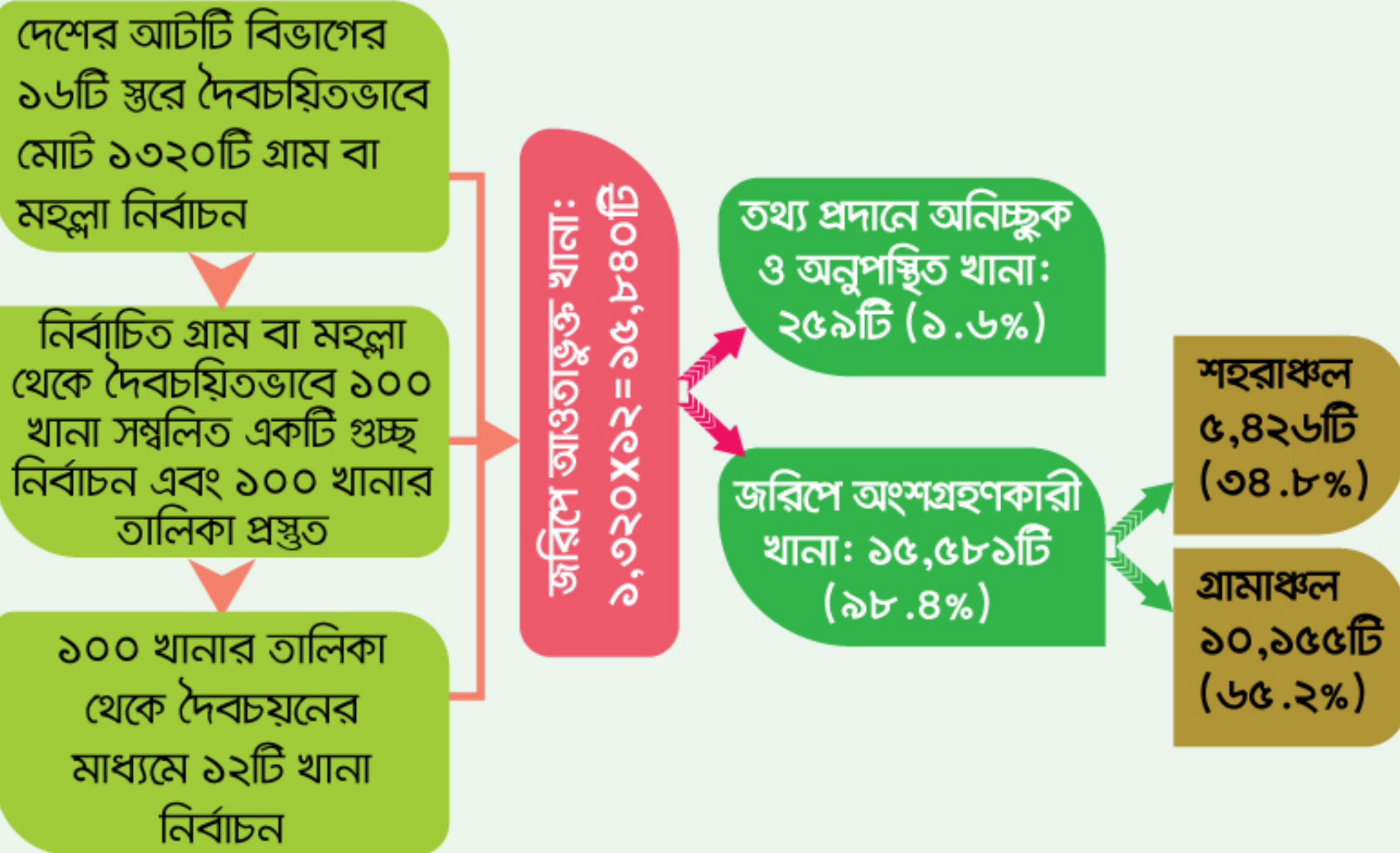
জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা: 'সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ জনগণ যে দুর্নীতির শিকার হয়- ঘুষ (নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন ও অর্থ আত্মসাৎ); সম্পদ আত্মসাৎ; প্রতারণা; দায়িত্বে অবহেলা; স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার; বিভিন্ন ধরনের হয়রানি।

জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময়

তথ্য সংগ্রহের সময়: ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ ২০১৮
সেবা নেওয়ার বিবেচ্য সময়: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭

জরিপের নমুনাযন পদ্ধতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রণীত Integrated Multipurpose Sampling Frame (IMPS) ব্যবহার করে তিন পর্যায়ে বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনাযন (Three Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতিতে এ জরিপের নমুনাযন করা হয়েছে।



জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

জরিপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে তথ্য বিশ্লেষণ সংশ্লিষ্ট খাতে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সহায়তায় টিআইবি'র গবেষকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। তথ্যসংগ্রহের জন্য KoBoToolbox App এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে (smart phone) প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়। সার্বিকভাবে, দৈবচয়নসহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় ৪০.৮% প্রশ্নপত্র যাচাই (অ্যাকম্পানি চেক ১৮.০%, ব্যাক চেক ১১.৬%, স্পট চেক ১১.৫%, টেলিফোন চেক ২.৬%)। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য ভর (weight) দিয়ে সমন্বয় করা হয়েছে। জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আটজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।



দুর্নীতির শিকার খানার হার

জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার ৬৬.৫%। এ হার গ্রামাঞ্চলে ৬৮.৪% ও শহরাঞ্চলে ৬৫%।



ঘুষের শিকার খানার হার

জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সেবাখাতে ঘুষের শিকার খানার হার ৪৯.৮%। এ হার গ্রামাঞ্চলে ৫৪% ও শহরাঞ্চলে ৪৬.৬%।



গড় ঘুষের পরিমাণ

জরিপে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সেবাখাতে খানা প্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৫,৯৩০ টাকা। যা গ্রামাঞ্চলে ৩,৯৩০ টাকা ও শহরাঞ্চলে ৭,৭৩৩ টাকা।



ঘুষ দেওয়ার কারণ

জরিপে অন্তর্ভুক্ত ঘুষের শিকার খানার ৮৯% ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' চিহ্নিত করেছে।



প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ

২০১৭ সালের জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ ১০৬৮৮.৯ কোটি টাকা, ২০১৫ সালের তুলনায় ১,৮৬৭.১ কোটি টাকা (২১.২%) বেশি। যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি'র ০.৫% এবং জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৩.৪%।



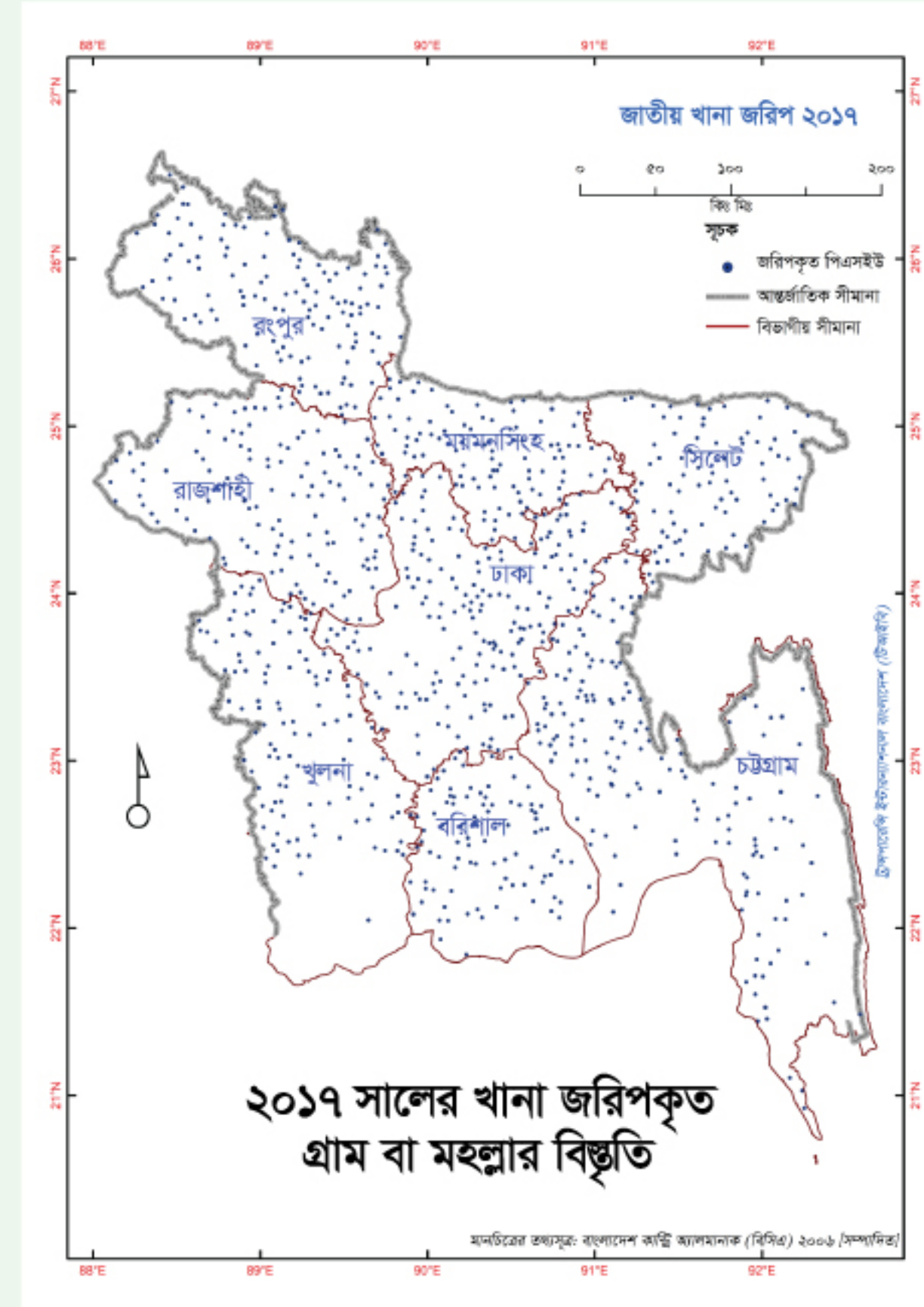
প্রাক্কলিত মাথাপিছু ঘুষের পরিমাণ

২০১৭ সালের জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মাথাপিছু ঘুষের পরিমাণ ৬৫৮ টাকা। যা ২০১৫ সালে ছিল ৫৩৩ টাকা।



আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

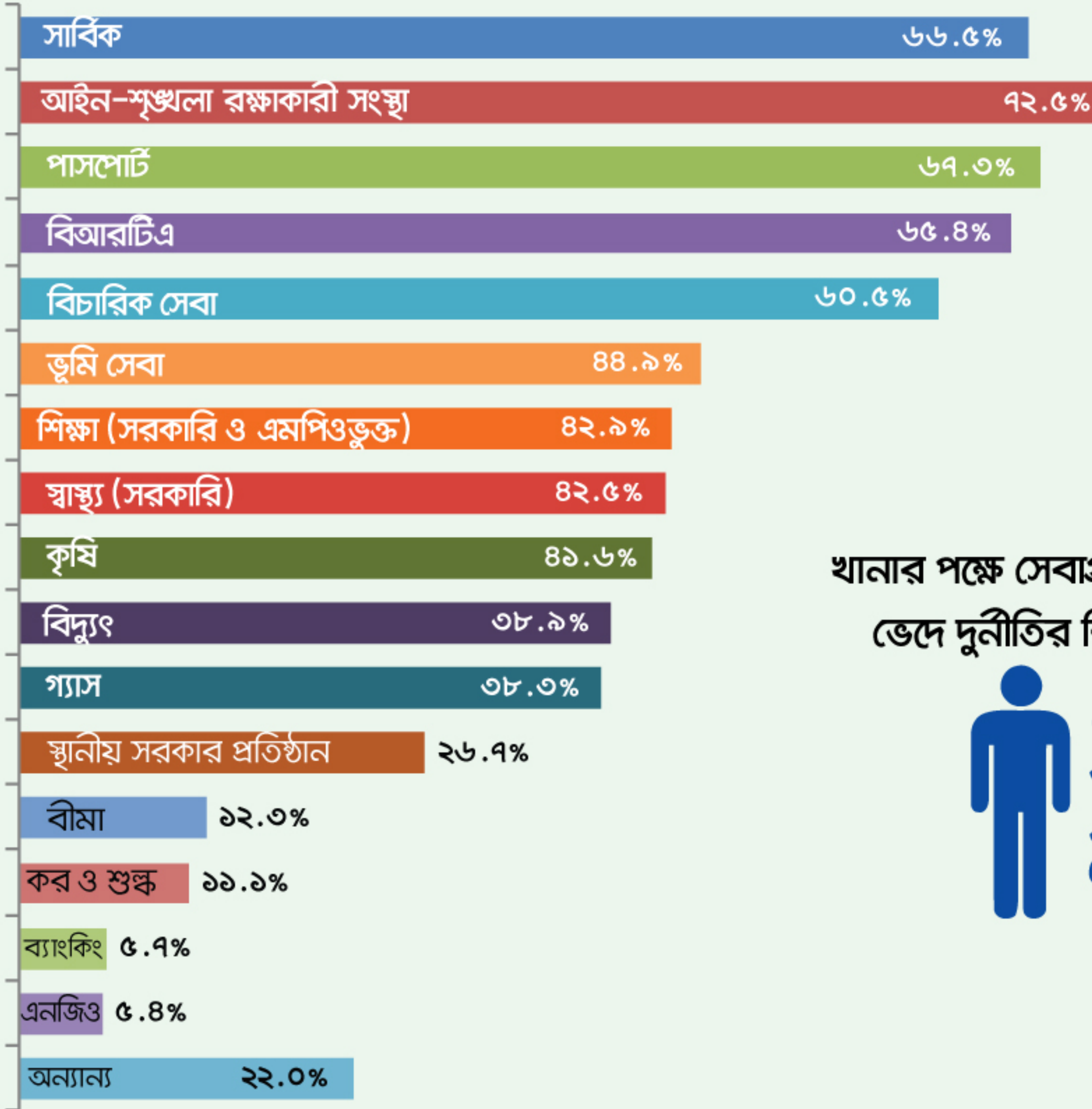
সেবাখাতে সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয় (০.১২% বনাম ২.৪১%)



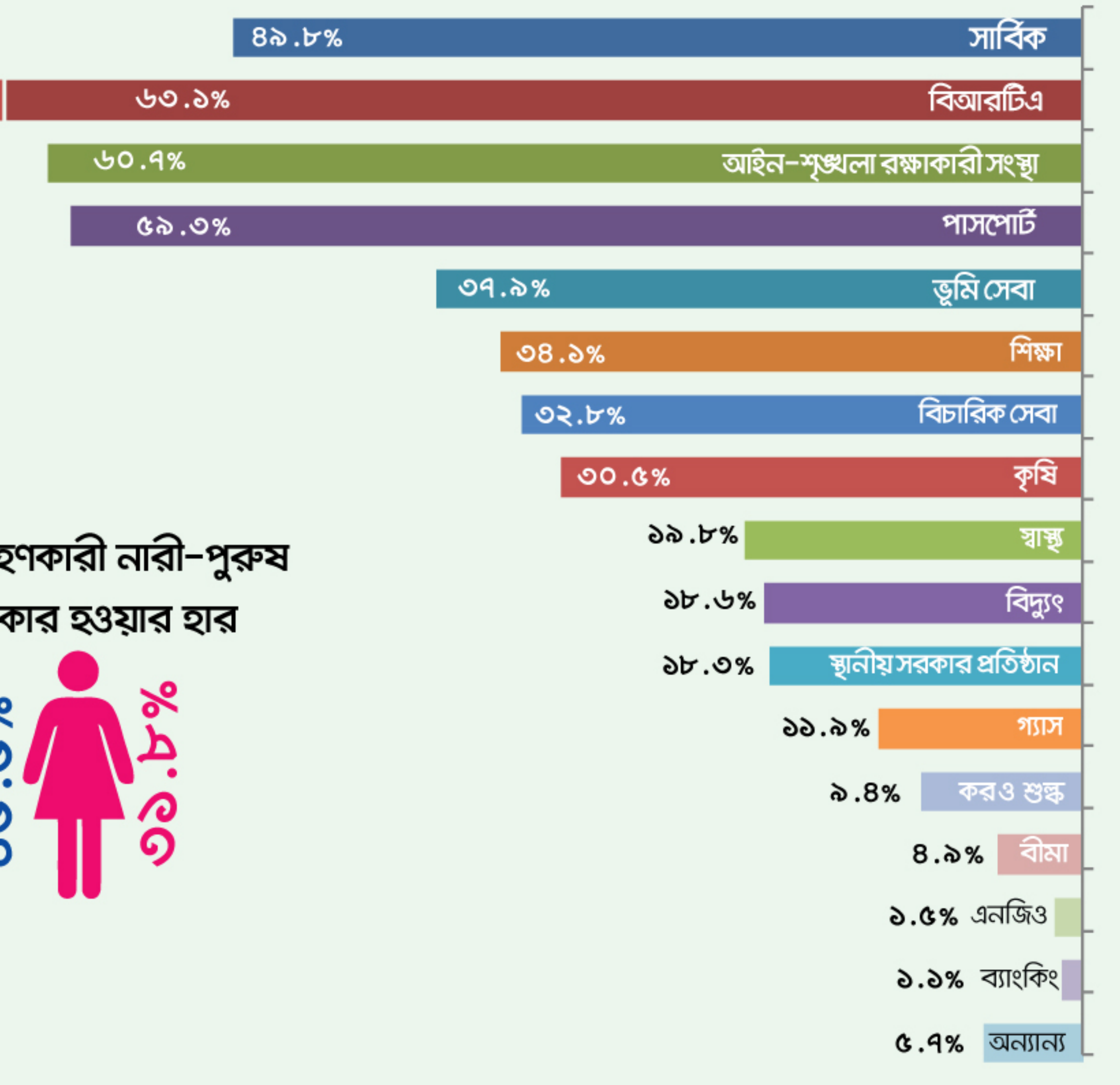
জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাত



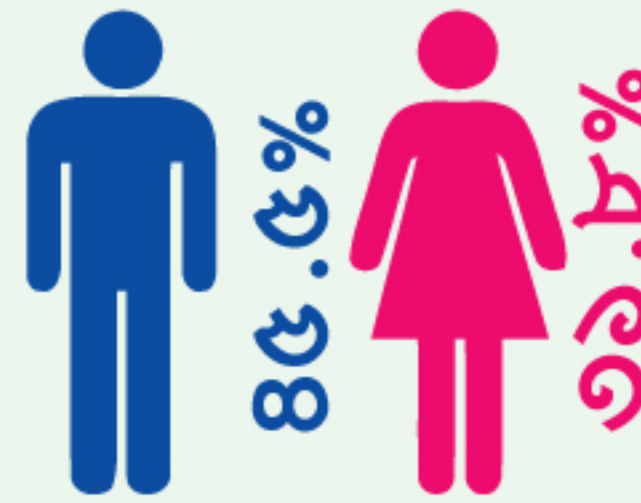
বিভিন্ন সেবাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার



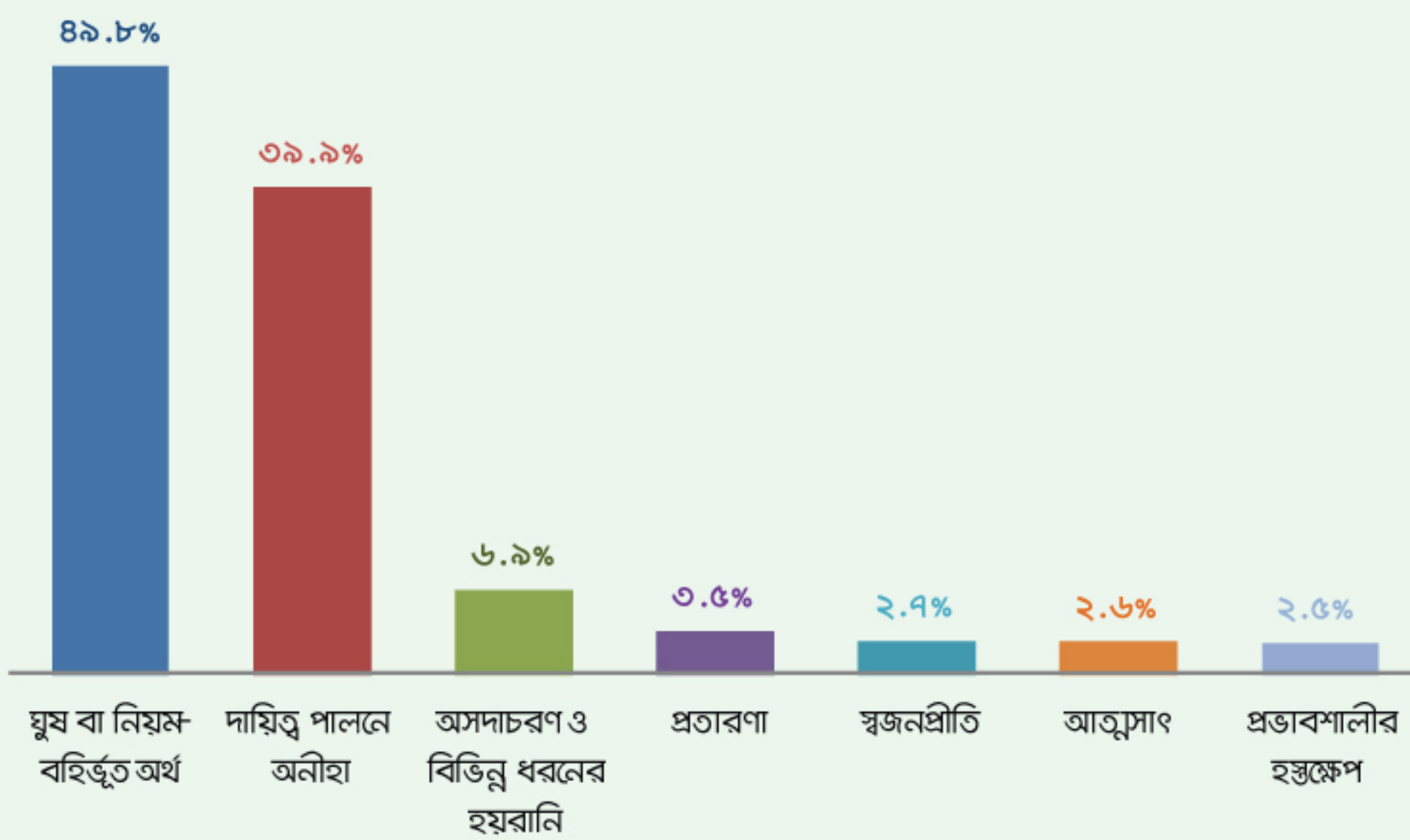
বিভিন্ন সেবাতে ঘুষের শিকার খানার হার



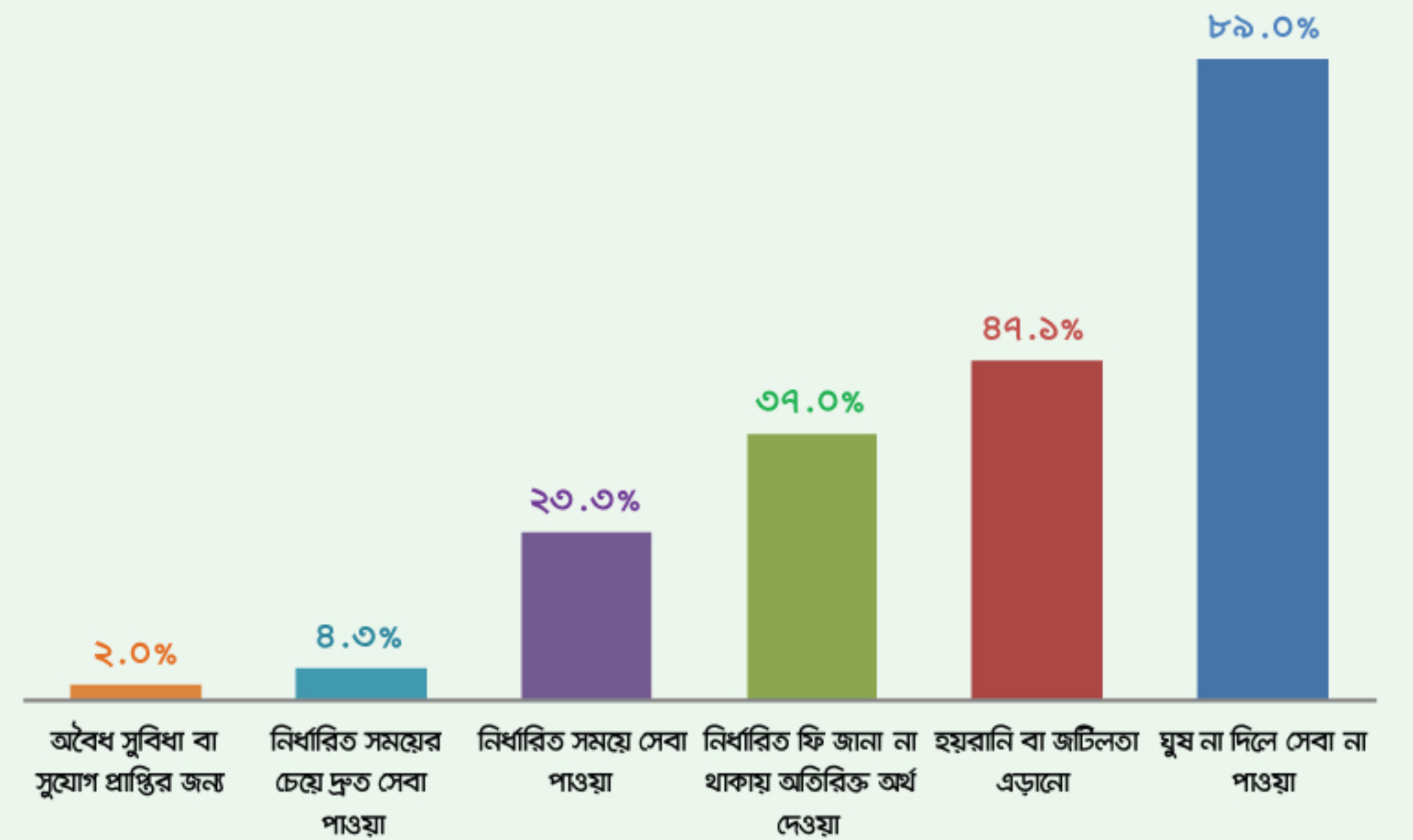
খানার পক্ষে সেবাগ্রহণকারী নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার



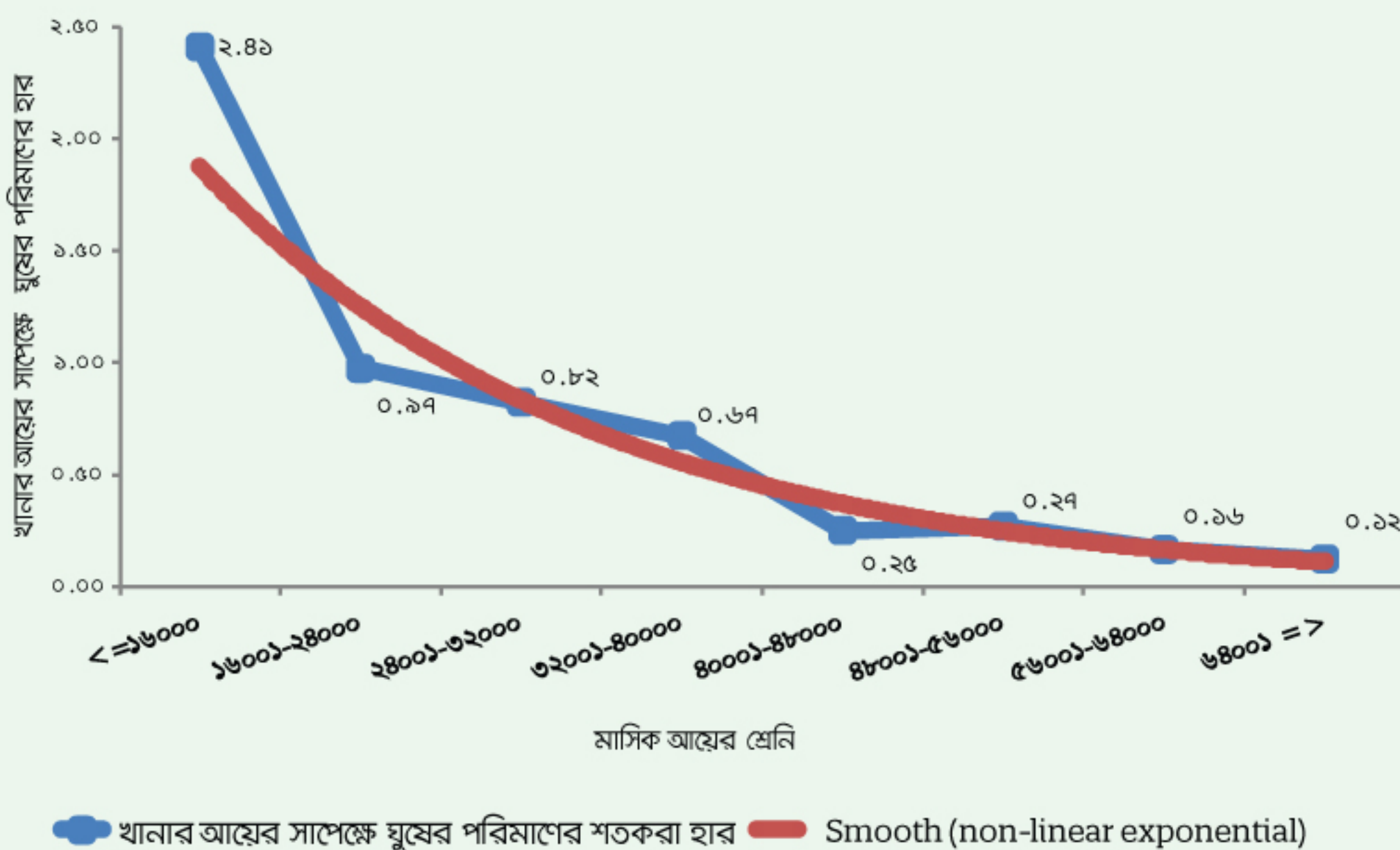
বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার



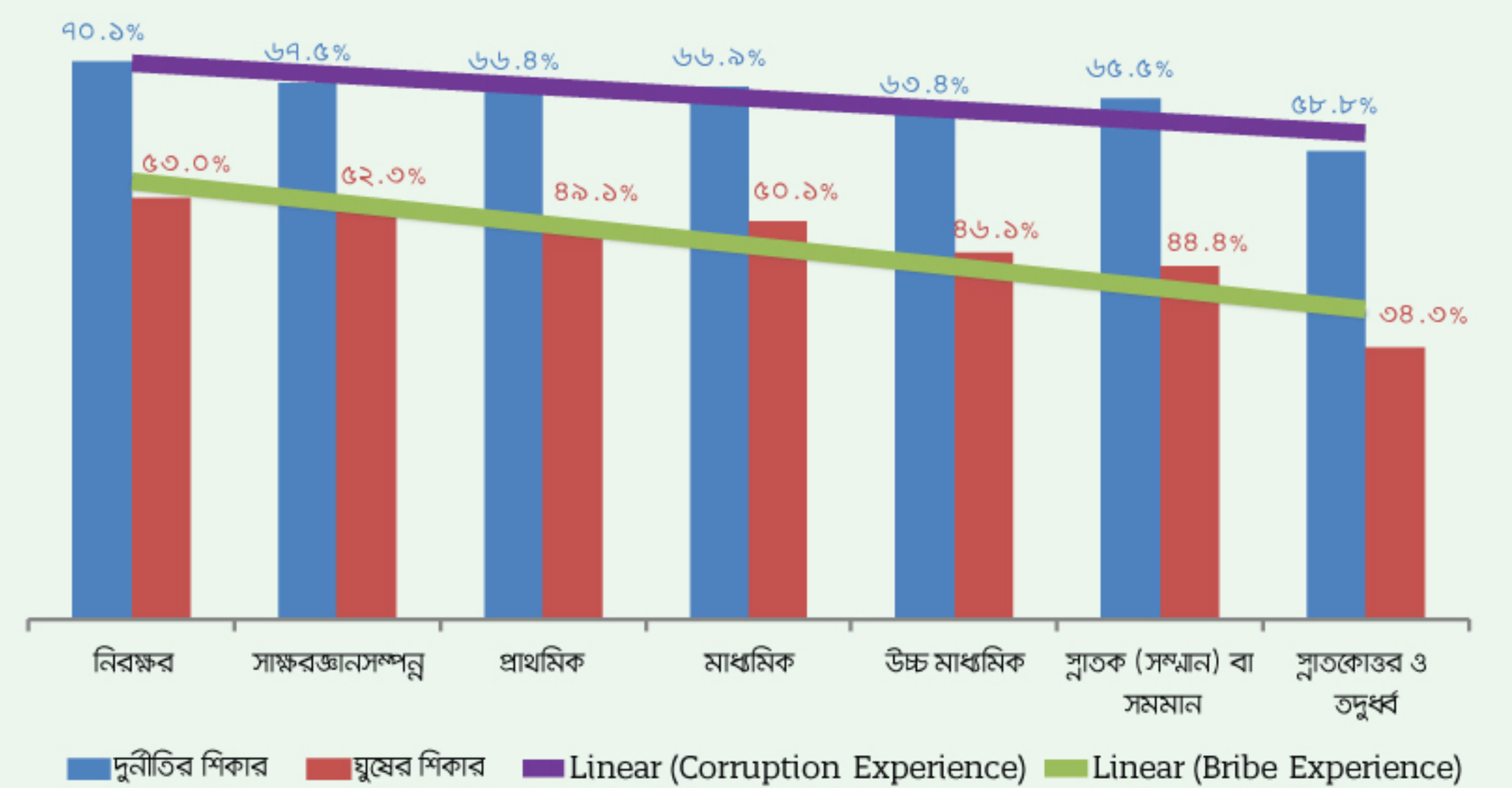
ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ

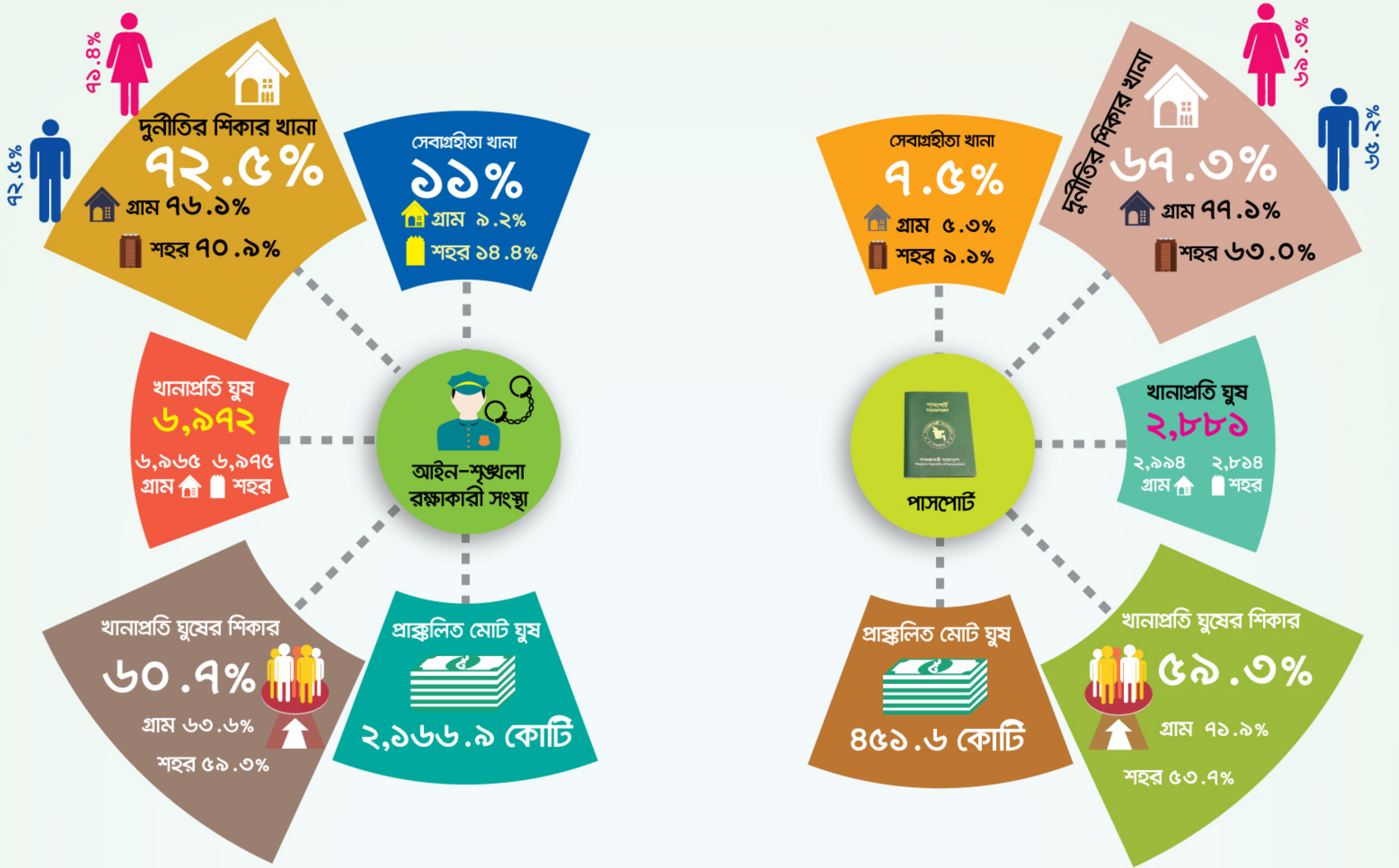


আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা

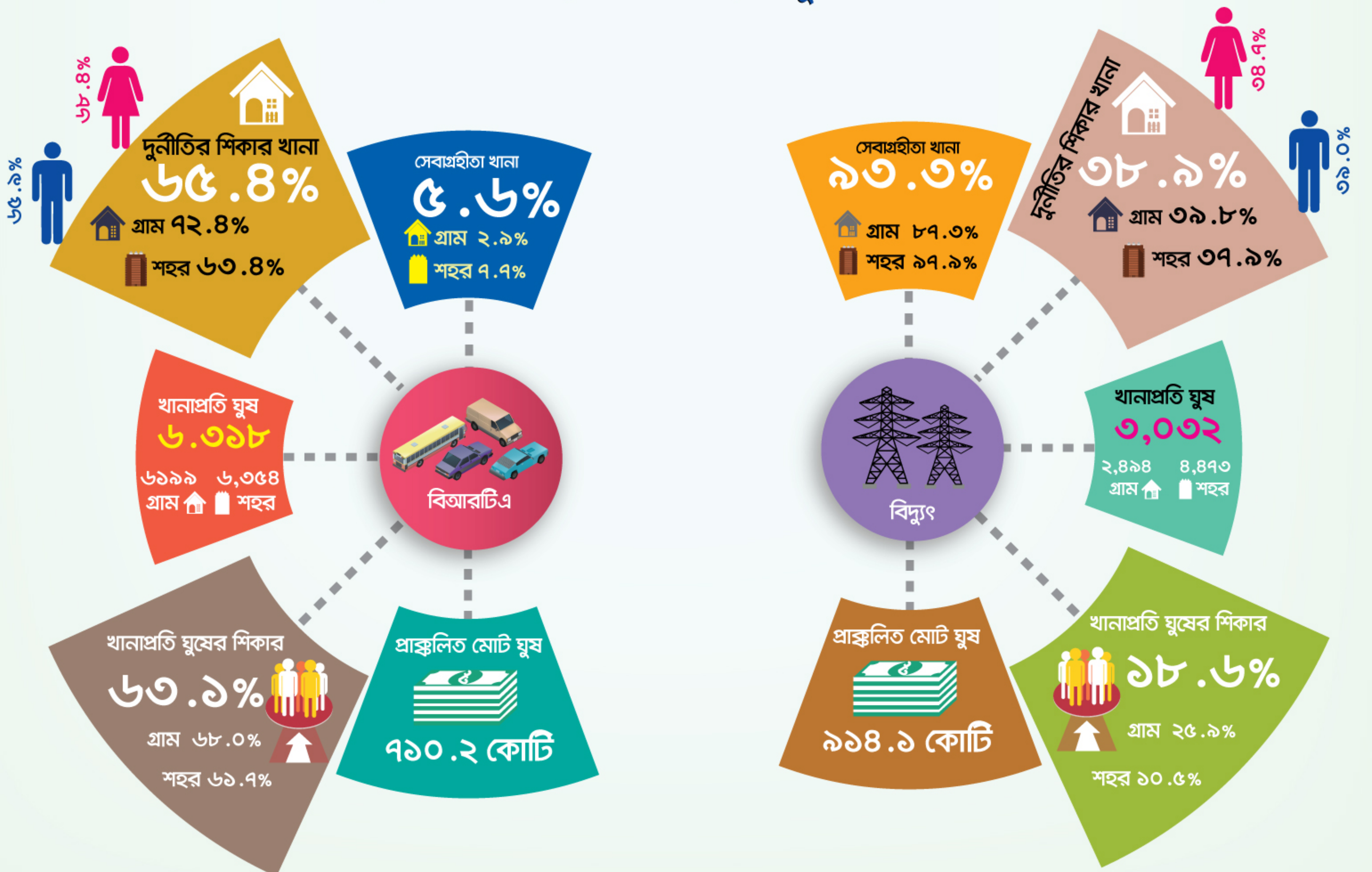


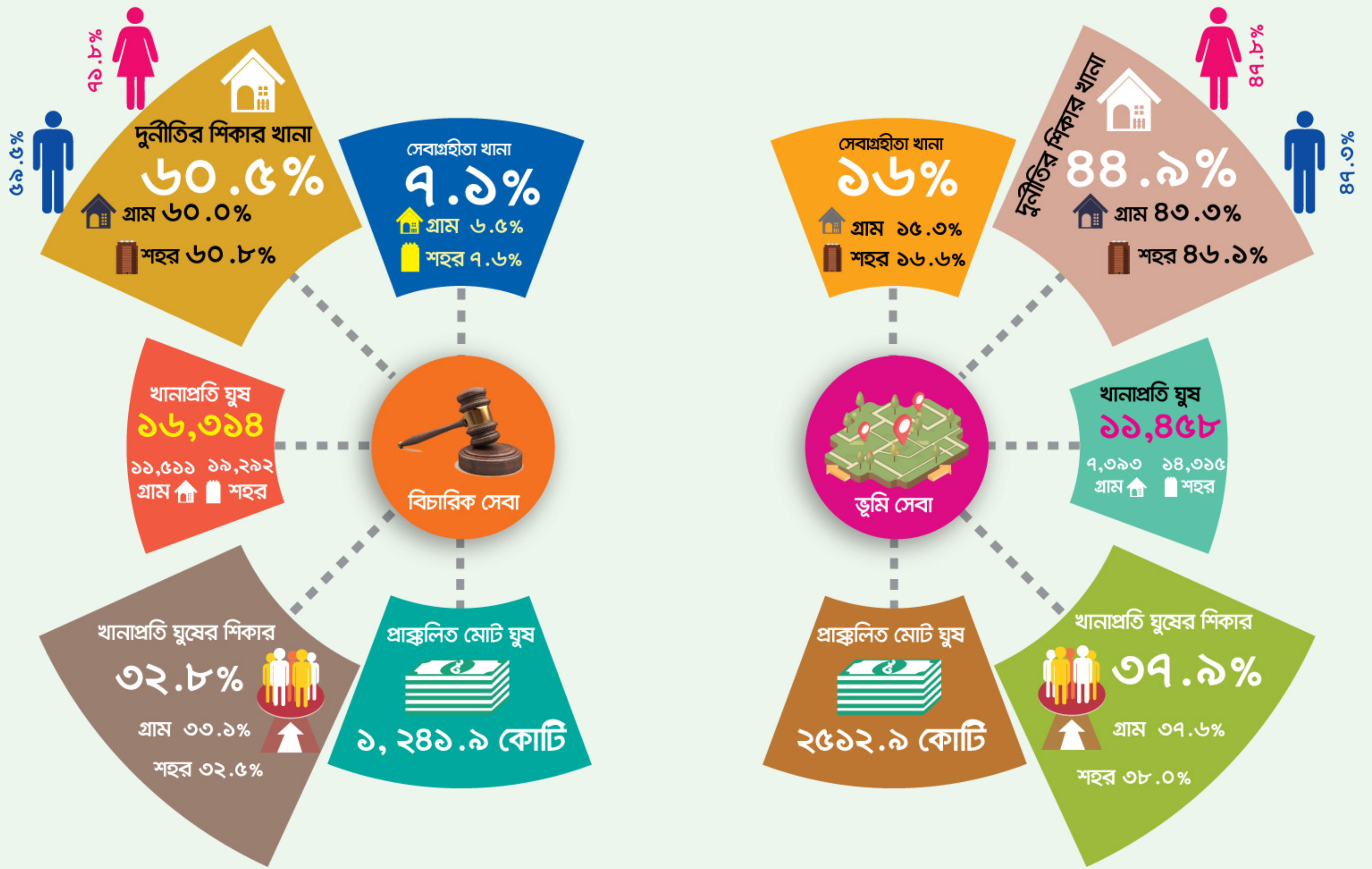
খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)



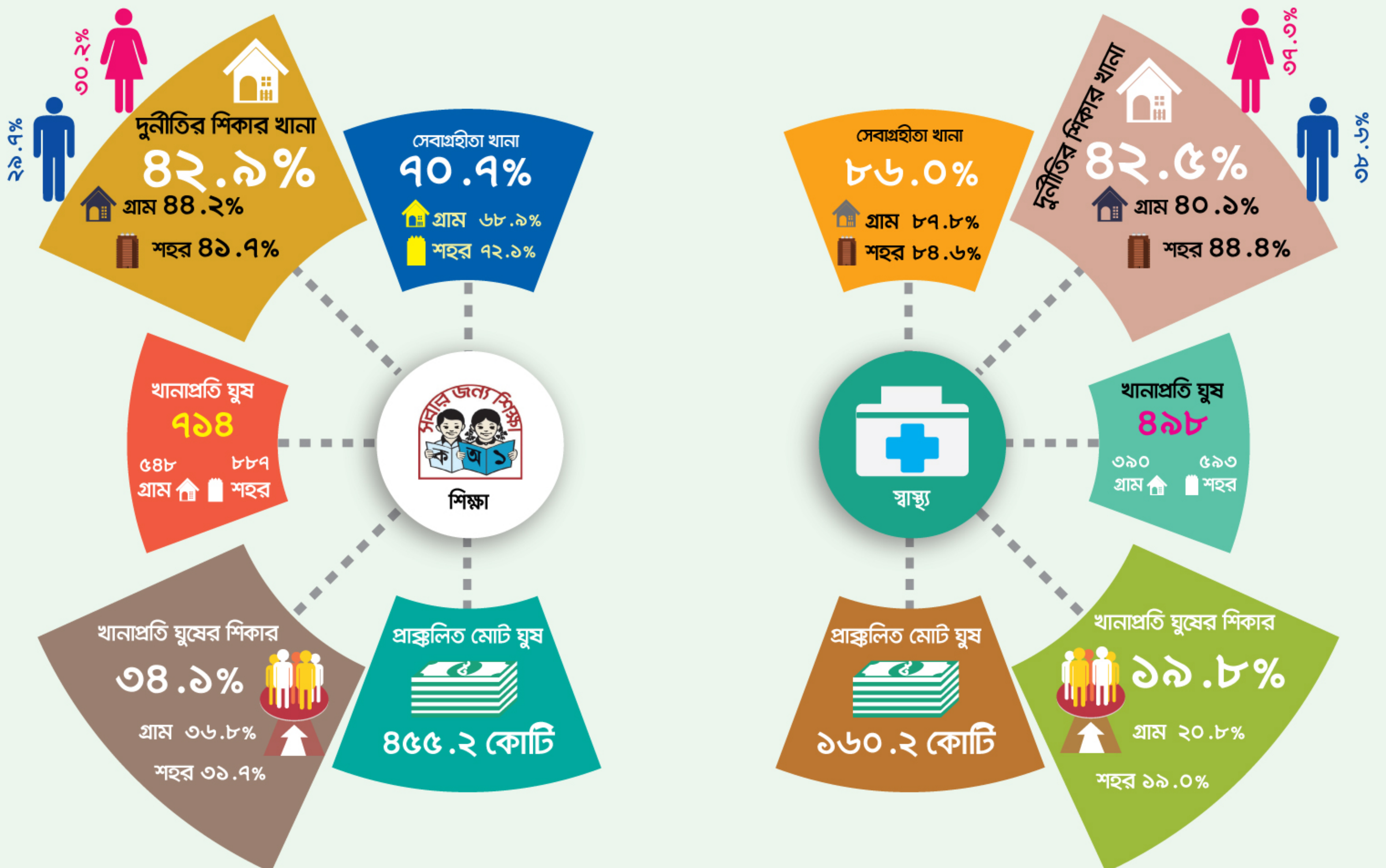


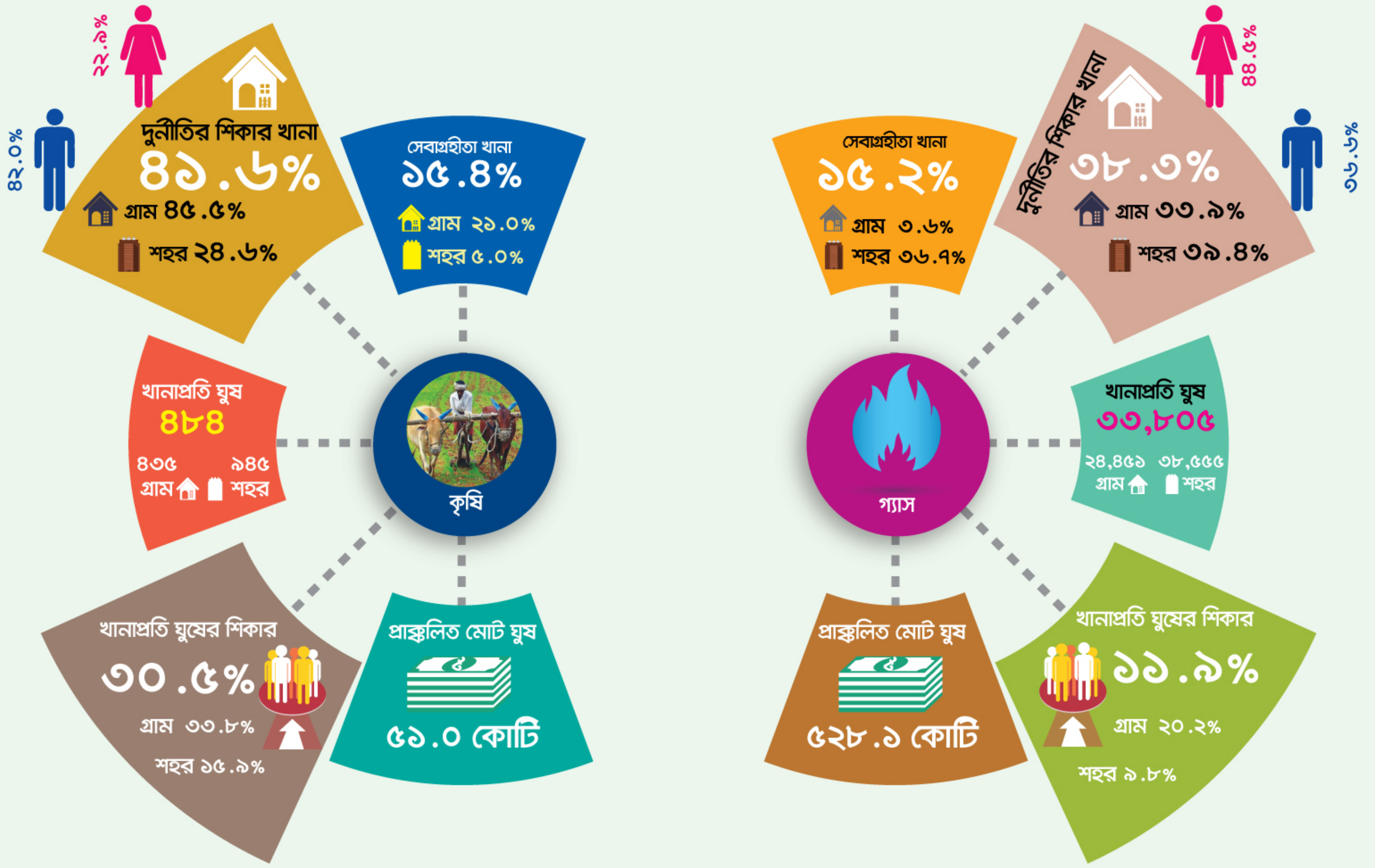
জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭: খাতওয়ারি দুর্নীতির চিত্র



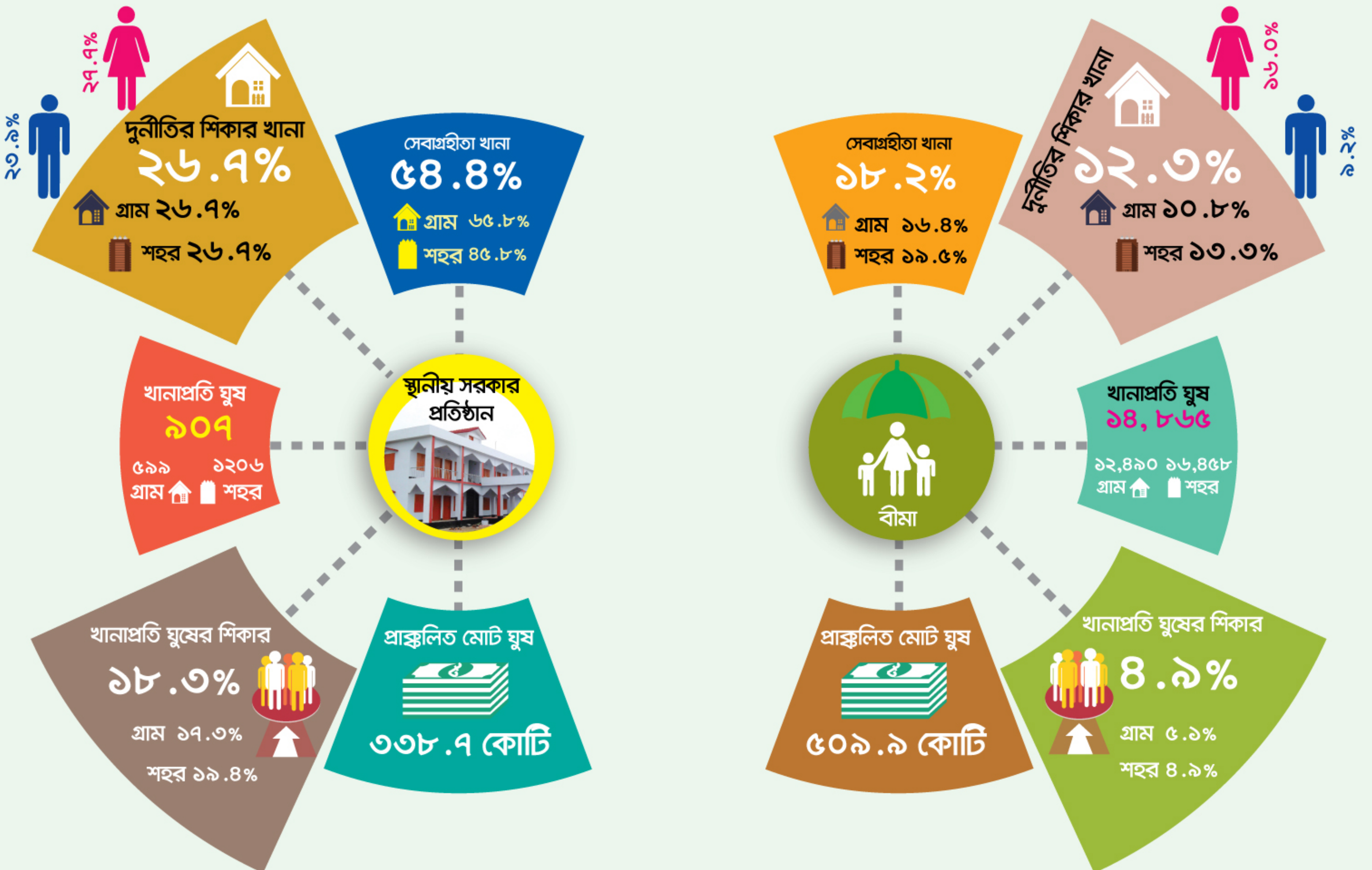


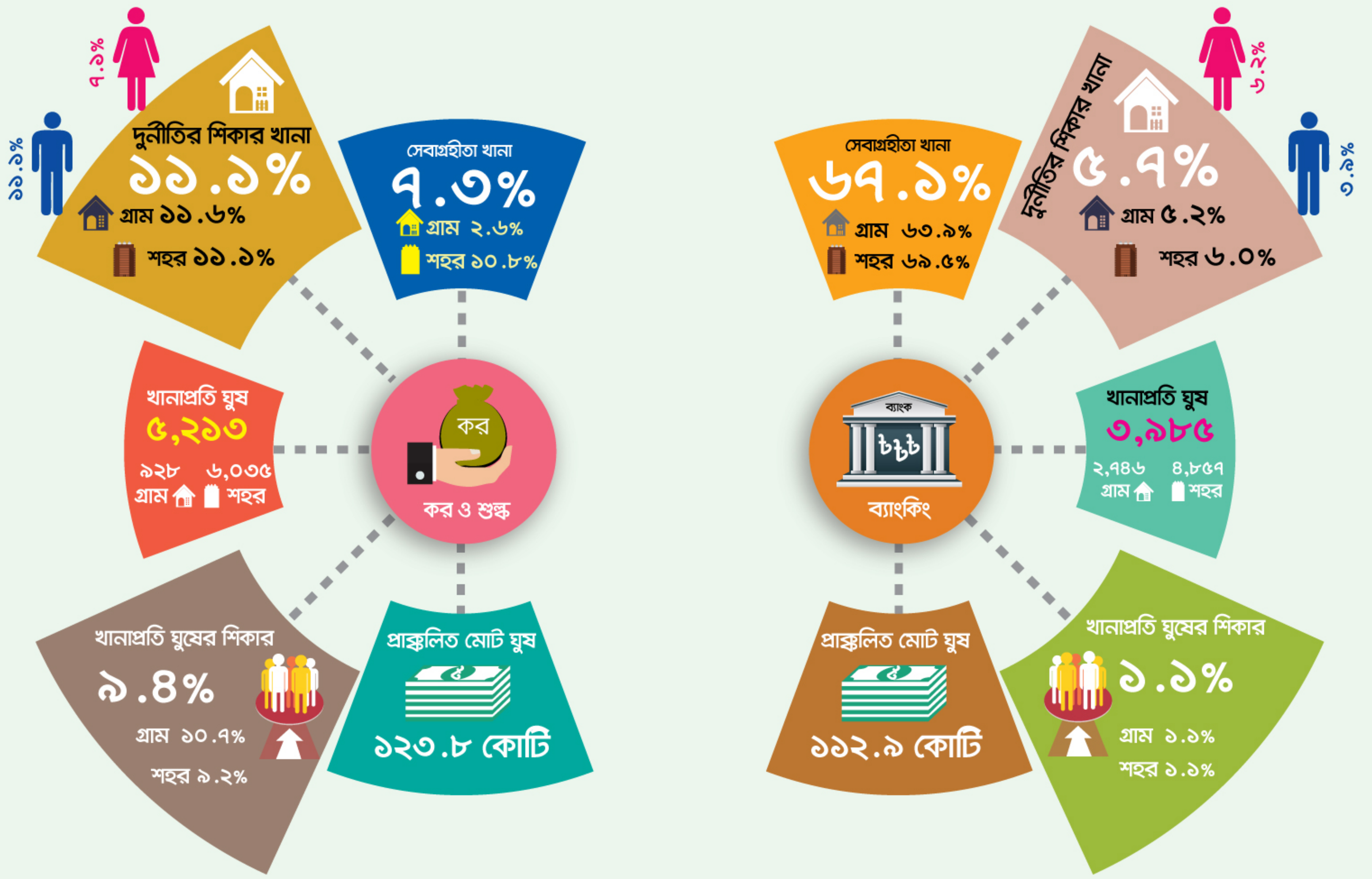
জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭: খাতওয়ারি দুর্নীতির চিত্র



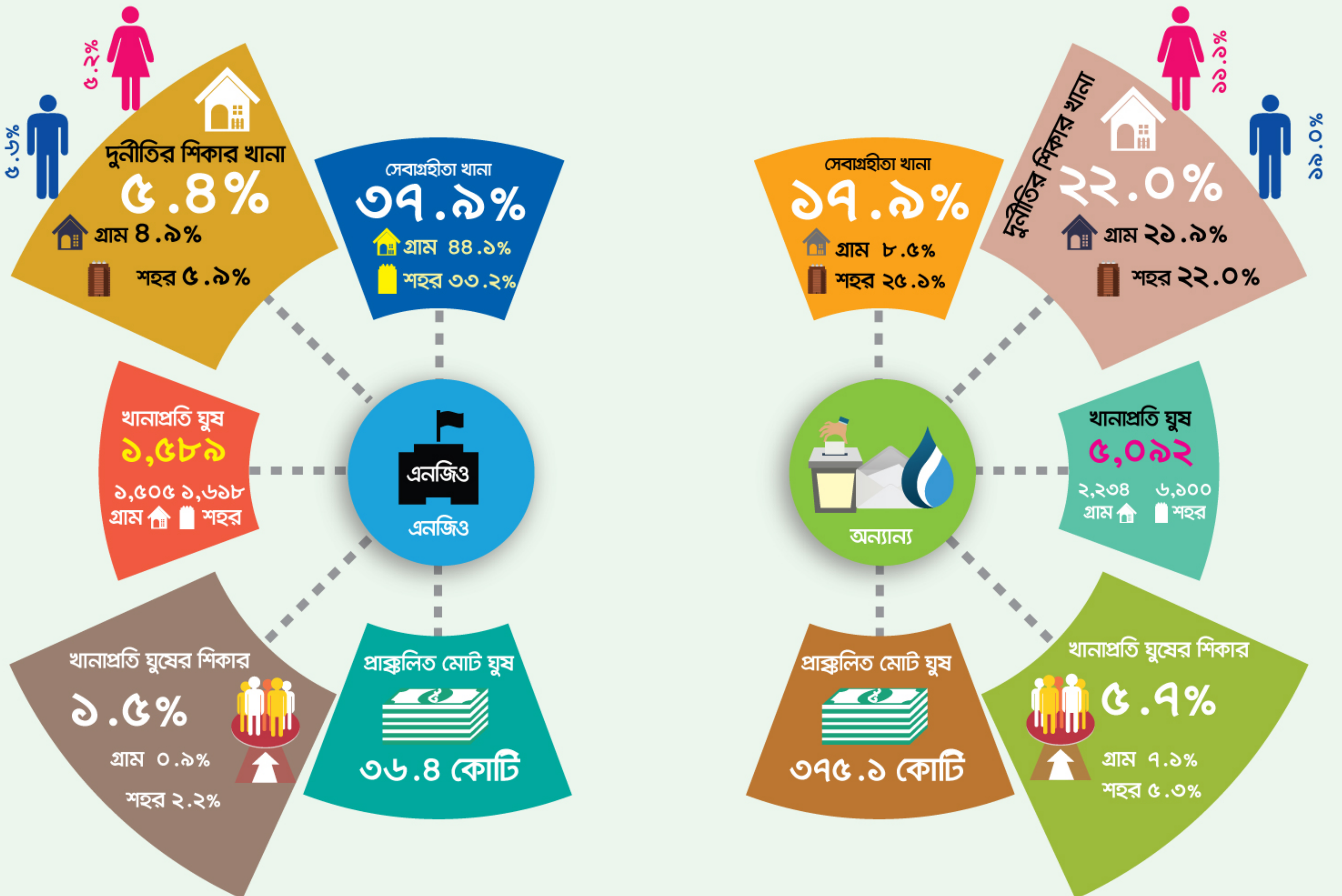


জাতীয় থানা জরিপ ২০১৭: খাতওয়ারি দুর্নীতির চিত্র



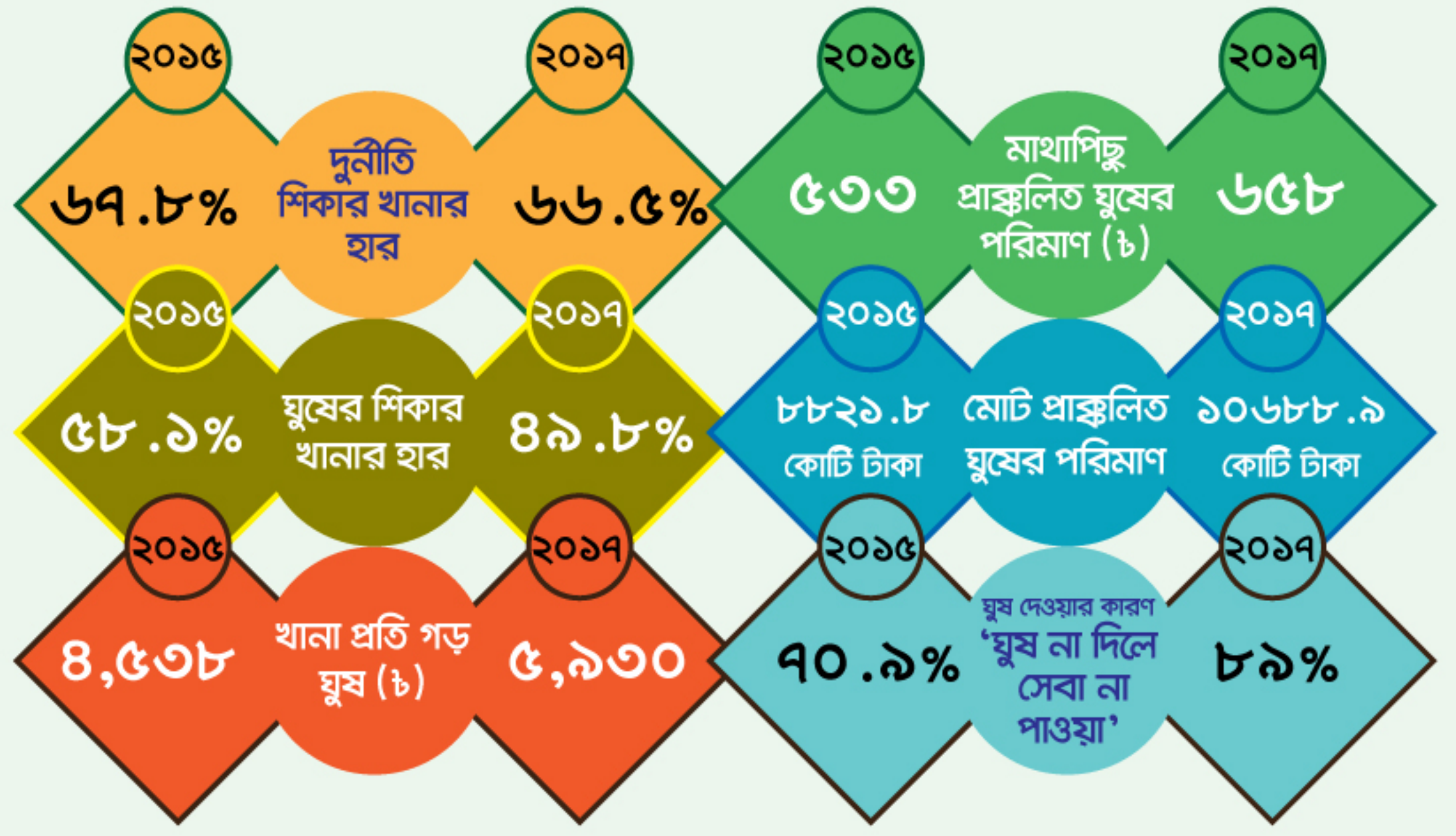


জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭: খাতওয়ারি দুর্নীতির চিত্র



সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত	দুর্নীতির শিকার (%)	ঘুষের শিকার (%)	ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭২.৫	৬০.৭	৬,৯৭২
পাসপোর্ট	৬৭.৩	৫৯.৩	২,৮৮৯
বিআরটিএ	৬৫.৪	৬৩.৯	৬,৩৯৮
বিচারিক সেবা	৬০.৫	৩২.৮	৯৬,৩৯৪
ভূমি সেবা	৪৪.৯	৩৭.৯	৯৯,৪৫৮
শিক্ষা	৪২.৯	৩৪.৯	৭৯৪
স্বাস্থ্য	৪২.৫	১৯.৮	৪৯৮

দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র (২০১৫ ও ২০১৭)



ঘুষের শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র (২০১৫ ও ২০১৭)

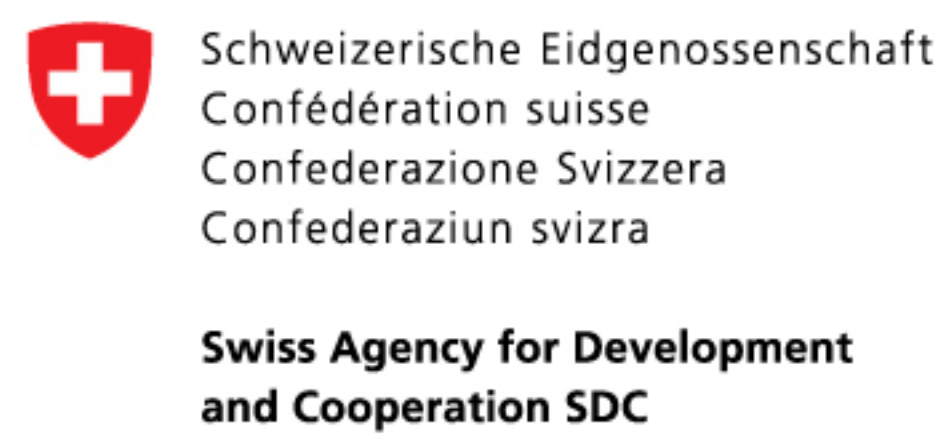
খাত	বৃদ্ধি পেয়েছে		হ্রাস পেয়েছে	
	২০১৫	২০১৭	২০১৫	২০১৭
কৃষি	১৮.২	৩০.৫	সার্বিক	৫৮.৯
বিআরটিএ	৫২.৩	৬৩.৯	শিক্ষা	৫৬.৯
বিচারিক সেবা	২৮.৯	৩২.৮	পাসপোর্ট	৭৬.৯
বীমা	১.৮	৪.৯	ভূমি সেবা	৪৯.৮
স্বাস্থ্য	১৬.৭	১৯.৮	বিদ্যুৎ	২৮.৪
গ্যাস	১০.৬	১১.৯	কর ও শুল্ক	১৪.৭
এনজিও	১.০	১.৫	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬৫.৯

জরিপের উত্তরদাতাদের মতামতের উপর ভিত্তি করে টিআইবি'র সুপারিশ

১. বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান আইনের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তির অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে
২. সেবাখাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকর করতে হবে
৩. প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে
৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে
৫. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে
৬. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে

৭. 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১৯' কার্যকর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ সকল অংশীজনের সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে
৮. সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়তে হবে। জনগণের সেবা সম্পর্কিত তথ্যে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেবা খাতে অনলাইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বৃদ্ধি করতে হবে
৯. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া প্রচলন ও কার্যকর করতে হবে এবং নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে
১০. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় ধাপ ও অন্যান্য বাধা দূর করতে পদ্ধতিগত সংস্কার করতে হবে
১১. জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস এর ঘাটতি দূরীকরণে সেবাখাতগুলোতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি এদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে
১২. দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

সহযোগিতায়



ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২, ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫

info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org; www.facebook.com/TIBangladesh